দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 19 APR 2017
পৃ. ৪

লক্ষ্মীপুরে ২৩৮ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা খাতে পরিবেশ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিক থেকে পিছিয়ে আছে পুরো লক্ষ্মীপুর জেলা। গতকাল আমাদের সময়ে প্রকাশ, জেলার ২৩৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এতে বিদ্যালয় পরিচালনাসহ শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এসব বিদ্যালয়ের ভবনগুলো বেশিরভাগই ঝুঁকিপূর্ণ। ভবনের ছাদসহ বিভিন্ন স্থানে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। দেয়াল ও ছাদের পলেস্তারাগুলো খসে পড়ছে। ভবনগুলোর দরজা-জানালা ভেঙে গেছে। ক্লাস নেওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে এসব পরিত্যক্ত বিদ্যালয় ভবনেই চালানো হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, রামগঞ্জ উপজেলার শেফালীপাড়া তরুলতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উত্তর হাজীপুর, নয়নপুর, পূর্ব দরবেশপুর, ভোলাকোট ও রতনপুর কালীতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৪টি বিদ্যালয়ের ভবন বেহালের কারণে খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এমন ঝুঁকি সত্ত্বেও প্রশাসনের কেন টনক নড়ছে না? দুর্ঘটনা ঘটার পর কি এগিয়ে আসবে প্রশাসন? এর আগে কি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না?

বিদ্যালয়গুলোর ভবন মেরামতসহ প্রধান শিক্ষক সংকট দূর করার জোর দাবি জানাচ্ছি আমরা। বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক বা প্রধান শিক্ষক না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই শৃঙ্খলা থাকে না। শিক্ষা কোনোভাবেই জোড়াতালি দেওয়ার জায়গা নয়। এটি এমন এক ক্ষেত্র– যেখানে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে ভবিষ্যতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অন্যান্য খাতেও। আমরা আশা করব, সরকার এসব সংকট দূর করতে উদ্যোগী হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর